বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক

দেশ সারসংক্ষেপ জুলাই ২০০৫

বিগত দশকে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার অন্য দেশের তূলনায় দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। যা হোক মহিলা এবং শিশুদের অপুষ্টির হার এখনো বিশ্বে সর্বোচ্চ।

উন্নয়নে অগ্রগতি

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে তার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে অত্যন্ত দ্রুত অগ্রগতি লাভ করেছে। কিন্তু তারপরও এটি বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোর একটি। গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশ যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তা এর বিপুল সম্ভাবনারই প্রমাণ, যদিও সেই সম্ভাবনার বাস্তব রূপায়ন এখনও বাকী রয়ে গেছে।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাস্তরের লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়েছে এবং দারিদ্র কমে আসছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমিয়ে আনা এবং বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক সাম্য অর্জন– সাম্প্রতিক বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য অর্জন। গত দশকে বাংলাদেশ শিশুমৃত্যুর হার অর্ধেক কমিয়ে এনেছে– অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় এই হার দ্রুতগতির, এবং বয়স্ক শিক্ষার হার– নারীদের ক্ষেত্রে ৮ শতাংশ ও পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬ শতাংশ বৃদ্ধি করতে পেরেছে। বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ঃম্ভরতা লাভ করেছে, আর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সামর্থ এবং সামাজিক নিরাপত্তা-জালের উন্নতি বিধানে ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে সক্রিয় সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের বেসরকারি সংগঠনগুলো (এনজিও)। বিশেষ করে দরিদ্র গোষ্ঠীগুলিকে শক্তিশালী করতে এবং তাদের কণ্ঠকে উচ্চকিত করতে ব্যবসা শুরু করার জন্য ক্ষুদ্র-ঋণ নামে পরিচিত স্বল্প পরিমাণ ঋণ দেওয়া, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক-উদ্যোগের মতো সেবাসমূহের উন্নয়নে সরকারগুলোর সাথে ধারাবাহিকভাবে এনজিওগুলো কার্যকর অংশীদারিত্ব তৈরি করেছে।

মোট অভ্যন্তরিন উৎপাদন (জিডিপি) গড়ে ৫ শতাংশ বজায় থাকার ফলে ১৯৯০ সাল থেকে অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী রয়েছে। দেশে প্রগতিশীল উদ্যোক্তাদের উত্থান ঘটেছে, এবং সামষ্টিক অর্থনীতির ভালো ব্যবস্থাপনা মুদ্রাস্ফীতিকে এক সংখ্যায় বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়েছে। রাজস্ব-ব্যবস্থাপনা, শাসন, রাষ্ট্রিয় মালিকানাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকিং, টেলিযোগাযোগ, ও জ্বালানী খাতের সাম্প্রতিক সংস্কার কার্যক্রম থেকেও উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল দেখা গেছে। ক্রমবর্ধমান সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ প্রবাহ অবকাঠামো, জ্বালানী, ও রপ্তানি-মুখী শিল্পপণ্য উৎপাদনকে সহায়তা করছে।

বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো

যদিও উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে, খুব দরিদ্রদের মধ্যে আয়-রোজগারের তৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি হয়েছে এবং পুষ্টির উন্নতি হয়েছে, কিন্তু তারপরও বাংলাদেশে দারিদ্রের হার অনেক ওপরে রয়ে গেছে। বাংলাদেশের ১৩৮ মিলিয়ন জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক দারিদ্র-সীমার নিচে রয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এখনও বাংলাদেশেই দারিদ্রের ঘটনা সবচেয়ে বেশি এবং ভারত ও চীনের পর বাংলাদেশ হচ্ছে বিশ্বের তৃতীয় দেশ

এইচআইভি/এইডস্ মোকাবিলায় হাত বাড়িয়েছে

যদিও এইচআইভি/এইডস্ আক্রান্তের সংখ্যা বাংলাদেশে এপর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য মতে প্রায় ১৩,০০০। এ সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও বাংলাদেশে উচ্চ ঝুঁকির আচরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের মধ্যে রয়েছে– মাদক ব্যবহারকারীদের সংক্রমিত সূচ ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা, দেশের বিশাল বাণিজ্যিক যৌন শিল্পে কনডম ব্যবহারের স্বল্প হার, অপরীক্ষিত রক্ত সরবরাহকারীদের কাছ থেকে রক্ত স্থানান্তর। মহামারির চূড়ান্ত পর্যায়ের সর্বগ্রাসী সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতি এড়াতে হলে বাংলাদেশকে যথাশিঘ্রি বহুপাক্ষিক শক্তিশালী কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।

ব্যাংক এইচআইভি/এইডস প্রিভেনশন প্রজেক্ট (এইচএপিপি) কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশকে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যা ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্রুত এই রোগ প্রতিরোধ পদ্ধতি জোরদার করা হচ্ছে। ২০০5 সালে ব্যাংক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচিতে সরকারকে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুমোদন করেছে। যাতে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এই উচ্চাভিলাষমূলক প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে- এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও এর বিস্তার নিয়ন্ত্রন করা।

যে দেশটিতে দরিদ্র মানুষদের বসবাস বেশি। এ দেশের প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ১,০৬১ মানুষ বাস করার কারণে এর চ্যালেঞ্জগুলো অনেক বেশি বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের যে কোন উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ।

একই রকম আয়-স্তরের দেশগুলোর মতো বাংলাদেশও স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে গুণমানের ঘাটতি এখনও মোকাবিলা করছে। নারী ও শিশুদের জাতীয় মর্যাদায় বিপুল উন্নতি হয়েছে, কিন্তু আরও অগ্রগতি প্রয়োজন। কারণ এদেশের মানুষ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অপুষ্টির শিকার। তুলনামূলকভাবে নতুন যে চ্যালেঞ্জগুলো এসেছে তার মধ্যে রয়েছে দেশের ভূগর্ভের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি - যা দীর্ঘমেয়াদে গ্রহণ করলে বিষক্রিয়া তৈরি করে, আর আছে এইচআইভি/এইডস্ (পাশের ছক দেখুন)। যদিও বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার প্রায় একশভাগ অর্জন করেছে, কিন্তু ঝরে পড়ার হার ৪০ শতাংশ। বয়স্ক নারী ও পুরুষ, উভয়ের শিক্ষা হারে উন্নতি হয়েছে, কিন্তু প্রারম্ভিক চ্যালেঞ্জের বিশালতার বিবেচনায় এ উন্নতি সামান্য। এই অর্জন এখনও দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক গড় হারের নিচে রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো, বাংলাদেশও শহুরে ও শিল্পদূষণের কারণে পরিবেশগত অবক্ষয়ে ভুগছে। অবশ্য নগরের পরিবেশ উন্নয়নে সম্প্রতি কিছু সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকা শহরে পুরনো বাস ও টু-স্ট্রোক তিন চাকার গাড়ি নিষিদ্ধ করে দেওয়া।

বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ঘটনাসমূহ এবং সমুদ্র-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির মতো প্রকৃতিক দুর্যোগের মুখেও বাংলাদেশ অরক্ষিত। ২০০৪ সালের জুলাইতে বাংলাদেশ আবার মারাত্মক বন্যার কবলে পড়ে। এই বন্যায় মারা যায় প্রায় ৮০০ মানুষ । মোটামুটি মোট জনসংখ্যার ২৫ ভাগ মানুষ (তিন কোটি ৬০ লাখ মানুষ) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় নয় লাখ ষাট হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস এবং ত্রিশ লাখ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়; আট হাজারেরও বেশি গবাদিপশু প্রাণ হারায়; এবং ২০ লাখ একর ফসল পানিতে ডুবে যায়। মোট ক্ষতির পরিমান দাঁড়ায় প্রায় ২৩০ কোটি মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বাধাটি হচ্ছে দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং দুর্বল জন প্রতিষ্ঠান। আইন ও শৃঙ্খলা শক্তিশালী করা এবং ব্যক্তি-মানুষের নিরাপত্তা এবং আর্থিক নিরাপত্তা জোরদার করাও দেশটির কর্মতালিকার ওপরের দিকে রয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (২০১৫ সাল নাগাদ দিনে এক ডলারের চেয়েও কম খরচে যারা জীবনধারণ করে তাদের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা– এই লক্ষ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত) অর্জনের জন্য বাংলাদেশের উন্নয়নে সাফল্য অর্জন অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান প্রবণতা সংক্রান্ত যেসব উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছে সে অনুসারে আশা করা যায়, বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের সবগুলো অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে অথবা অর্জন করতে সক্ষম হবে। অবশ্য, আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি এবং খোলামেলা, উদার এবং উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার চেষ্টা কতখানি করা হচ্ছে তার ওপরে দারিদ্র্য অর্ধেকে নামিয়ে আনা নির্ভর করবে।

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠী

বাংলাদেশের সংস্কার প্রচেষ্টার সাম্প্রতিক অগ্রগতিতে উৎসাহিত হয়ে, বিশ্বব্যাংক জুলাই-২০০৪-এ দারিদ্র বিমোচন ও সংস্কার কর্মসূচীতে সহায়তা যোগাতে ২০০মিলিয়ন ডলার অনুমোদন করেছে। এই সহায়তা উন্নয়ন সহায়ক ঋণ (ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট ক্রেডিট) হিসেবে দেওয়া হয়েছে, যা বিশ্ববাংক গোষ্ঠীর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ) স্বল্প সুদের ঋণ হিসেবে দিয়ে থাকে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন:

সমন্বিত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহন করেছে। বিগত ২০০৫ সালের এপ্রিলে ব্যাংক সরকারি স্বাস্থ্য খাতের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা, জনগনের স্বাস্থ্য সেবার মান্নোয়ন এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে বিশেষ করে গরীব জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারণা জোরদার করতে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে। এই কর্মসূচি নতুন পিআরএসপি -তে নির্ণীত সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সরকারকে সহায়তা করার মাধ্যমে কৌশলগত দারিদ্র বিমোচন পরিকল্পনা (২০০৩-২০১০) বাস্ত বায়নে সহায়তা করবে। এই কর্মসূচি স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়তা করবে। এই কর্মসূচির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৪.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার বাকি অর্থ প্রদান করবে বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের একটি বড় অংশ যাদের মধ্যে রয়েছে - ইউরোপীয় কমিশন, ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ডিএফআইডি) এবং নেদারল্যান্ডস। এসব উন্নয়ন সহযোগীদের প্রদত্ত সহযোগিতা সরকারি কর্মপ্রক্রিয়াকে সহযোগিতা করার জন্য বিশ্বব্যাংকের প্রদত্ত তহবিলের সাথে সমন্বিত করা হবে। একইভাবে ইউনিসেফ, ডব্লিউএইচও, ইউএনএফপিএ এবং ইউএসএইড-ও এটা করবে। সকল উন্নয়ন অংশীদার স্বাস্থ্য সচিবে তত্ত্বাবধানে এই কর্মসূচী প্রনয়নে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে কাজ করেছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের সুযোগ বাড়ানোর জন্য এবং মাধ্যমিক শিক্ষার মান্নোয়নের জন্য "এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট ক্রেডিট" এর আওতায় ব্যাংক বাংলাদেশকে ১০০ (একশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দিয়েছে। এই ঋণ শিক্ষা খাতে প্রস্তাবিত তিনটি প্যাকেজ কর্মসূচির প্রথম। এই তিনটি প্যাকেজ কর্মসূচি দীর্ঘমেয়াদী এবং উচ্চাকাঙ্খী সংস্কার কর্মসূচি এগিয়ে নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সাহায্য করবে।

অর্থনৈতিক ও খাতওয়ারি কাজ :

আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি, ব্যাংক অর্থনৈতিক নীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি নির্ধারনে বাংলাদেশকে বিশ্লেষণমূলক ও উপদেশাত্মক সহায়তাও প্রদান করে। সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ অংশীদারিত্বে ব্যাংক বিগত বছরগুলোতে নিম্নোক্ত রিপোর্টগুলো তৈরি করেছে-

- বাংলাদেশে সহাব্দ উন্নয়ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন
- উন্নয়ন নীতিমালা পর্যালোচনা
- কান্ট্রি ফ্রেমওয়ার্ক রিপোর্ট
- বিনিয়োগ পরিবেশ জরিপ
- বাংলাদেশে গৃহায়নে অর্থায়ন পদ্ধতি সংস্কার নীতিমালা
- বাংলাদেশে জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারি সংগঠনের কাজের মূল্যায়ন
- প্রবৃদ্ধি ও তুলনামূলক জরিপ

অর্থনৈতিক, বানিজ্য এবং মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্ট বিলুপ্তির প্রভাব, স্বাস্থ্য খাতের প্রশাসন, শিক্ষার মান এবং পানি সম্পদ ইত্যাদি বিষয়ে নীতিমালা সংক্রান্ত পরিপত্রও সরকারকে দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) প্রস্তুতি সম্পন্ন করার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। সরকার সংস্কার, বিনিয়োগ এবং নিজস্ব নীতিমালাসমূহ উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করেছে। জটিল বিষয়গুলো যেমন- দূর্নীতি দমন, আইনশৃংখলার উন্নয়ন, প্রশাসনকে দরিদ্র জনমূখী করা- ইত্যাদি বিষয়গুলো সরাসরি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বিগত দিনের অগ্রগতির আলোকে পিআরএসপি-র লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে- সে সব ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা থেকে কোন ধরনের বিচ্যুতি বন্ধ করা। এর মধ্যে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দুর্বলতাগুলো নিদের্শ করা হয়েছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা এবং এটাকে মূল বিষয় হিসেবে নেয়ার ওপর জোর দেয়া হয়েছে । এতে নারীদের ক্ষমতায়নের বিষয়টির ওপরও বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য ও অর্জিত অগ্রগতিগুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে- যাতে নীতিমালার অগ্রগতি পরিমাপ করা সহজ হয়।

দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে নিম্মোক্ত বিষয়ে অগ্রগতির ওপর জোর দেয়া হয়েছে:

- বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য উপযোগী একটি মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ। একই সাথে বৈদেশিক রপ্তানী ও দেশের ৮৫ ভাগ মানুষের লোকের বসবাসস্থল গ্রামীন জনপদের ওপর বিশেষ গুরুত প্রদান।
- উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি ও পুষ্টি - ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনগনের অধিকার বাড়ানোর মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রক্রিয়ায় দরিদ্র জনগনের অংশগ্রহনের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা।
- বাংলাদেশ সরকারকে অবশ্যই খাতওয়ারি বিষয় ও সমস্যাগুলো যেমন - সরকারের কর্মক্ষমতাকে উন্নত করা, স্থানীয় পর্যায়ে সরকার ব্যাবস্থার বিকাশ ঘটানো, দূর্নীতি দমন, গরীর জনগনের জন্য ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার বৃদ্ধি করা, জনগনের নিরাপত্তা ও আইনশৃংখলার উন্নতি- ইত্যাদি বিষয়ের সমাধানে অঙ্গিকারাব্ধ হতে হবে।

ব্যাংক এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জাপান সরকার, ডিএফআইডি-র সহযোগিতায় একটি নতুন দেশ সহায়তা কৌশল (Country Assistance Strategy – CAS) তৈরি করছে। এই সিএএস হবে পিআরএসপি-ও সাথে একই কাতারের। সিআইএস-তে যে বিষয়ের ওপর আলাকপাত করা হয়েছে তা হচ্ছে- বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন এবং গরীব জনগনের ক্ষমতা বৃদ্ধির মত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের নেয়া ও সরকারের শাসন ব্যবস্থাকে উন্নত করা। সিএএস-এর নির্ধারিত কর্মসূচিগুলোতে পিআরএসপি-র প্রধান প্রধান দিকগুলো যেমন- জবাবদিহিতা, উদার মানসিকতা, স্বচ্ছতা, এবং আইনের শাসন- ইত্যাদি বিষয় অর্জনের দিকনির্দেশনা থাকবে।

চলতি ঋণদান

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে বিশ্বব্যাংকে যোগ দেয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত, বিশ্বব্যাংকের বিশেষ ছাড়সহ ঋণ প্রদানকারী সংস্থা- ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ) ২০৯টি কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশকে সর্বমোট প্রায় ১৭.২ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমান ঋণ সহায়তা দিয়েছে। ২০০৫ আর্থিক বছরে, বিশ্বব্যাংক তিনটি কর্মসূচিতে সর্বমোট ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্বল্পসূদের ঋণ অনুমোদন করেছে।

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের চলতি ঋণদান

জুন ২০০৫ইং পর্যন্ত মোট ২,৩২৬.৩ মিলিয়ন চলতি ঋণ

(সকল সংখ্যা মার্কিন ডলার মিলিয়নের সমান)

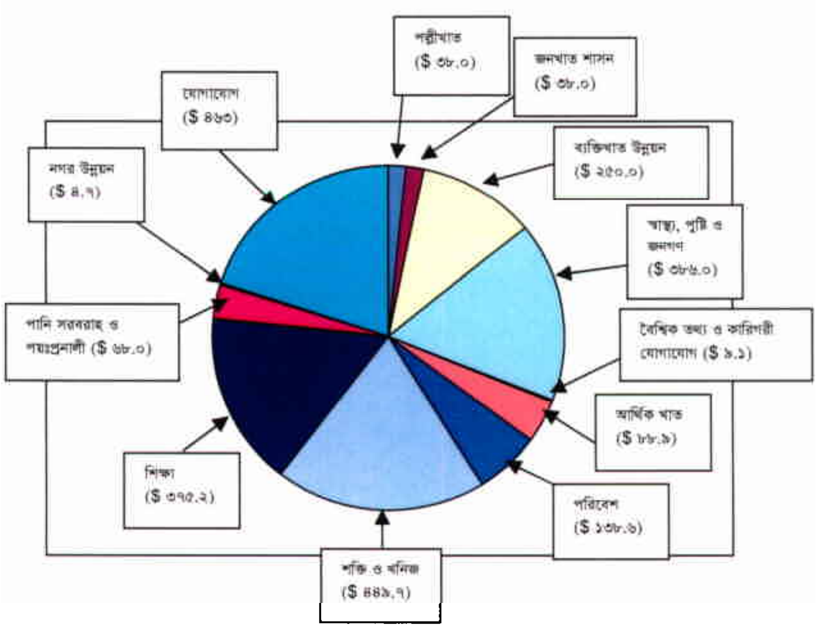

ঢাকা
রেহনুমা আমিন ৮৮০-২ ৮১৫৯০০১-২৮
ramin1@worldbank.org

ওয়াশিংটন ডিসি
বেনজামিন ক্রো ২০২ ৪৭৩ ৫১০৫
bcrow@worldbank.org